# তৃণমূল পার্টি অফিসে বিস্ফোরণ, মৃত এক কর্মী

**রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র,**
**নারায়ণগড়**

পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের মকরামপুরে লক্ষ্মীবার সাতসকালেই বিকট বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ মকরামপুর তৃণমূল পার্টি অফিসে বড়সড় বিস্ফোরণ। মুহূর্তেই ভেঙে পড়ল তৃণমূল পার্টি অফিস। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। আরও দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ভেঙে গিয়েছে আশেপাশের কয়েকটি বাড়িও। আর তারপরেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিক তরজা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি বলেন, সকালে বিস্ফোরণ ঘটেছে। নানারকম খবর শুনতে পাচ্ছি। আমাদের কর্মী মারা গিয়েছেন। গ্যাস সিলেন্ডার ফেটে গিয়েছে বলে শুনেছি। দলীয় স্তরে খোঁজ নিচ্ছি। প্রশাসনকেও খোঁজ নিতে বলেছি। অপরদিকে বিরোধীদের দাবি, শুধুমাত্র গ্যাস সিলিন্ডার ফাটার কারণেই এক বড় বিস্ফোরণ হতে পারে না। বিরোধীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে এলাকায় তৎপরতা বাড়িয়েছে তৃণমূল। তারজন্য এই পার্টি অফিসে কয়েকদিন ধরেই প্রচুর পরিমাণে বোমা মজুত করে রাখছিল তৃণমূলের কর্মীরা। এদিন কোনও কারণে সেই বোমা ফেটে যায়। আর তা থেকেই গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লেগে বিস্ফোরণ হয়। অন্যদিকে এদিন বিকেলে তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিস্তারিত তথ্য এখনও আসেনি। তবে বিজেপি মস্তান নামিয়ে, ভয় দেখিয়ে এরকম করছে। সাত সকালের এই ঘটনায় এলাকাবাসীরা খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, যে এলাকায় বিস্ফোরণ ঘটেছে তা অত্যন্ত ব্যস্ত এলাকা। বাজার, স্কুল, হাসপাতাল রয়েছে আশেপাশেই। আর কিছু পরে এই বিস্ফোরণ ঘটলে পরিণতি আরও ভয়াবহ হতে পারত বলে মনে করছেন তাঁরা। জানা গেছে, ঘটনার সময় পার্টি অফিসের ভিতরে তৃণমূলের মকরামপুর অঞ্চল সভাপতি লক্ষ্মী শীট এবং এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা সুর্যকান্ত অট্ট ছিলেন। পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা পার্টি অফিসের একটি ঘরে বৈঠক করছিলেন। ওই ঘর লাগোয়া রান্নাঘর আছে। বৈঠক চলাকালীন সেই রান্নাঘরেই বিস্ফোরণ ঘটে। পার্টি অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন খড়গপুর গ্রামীণ থানা এলাকার মলকার বাসিন্দা সুদীপ্ত ঘোষ নামে এক তৃণমূল কর্মী। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। আরও ৫ জনকে উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। তাঁদের কলকাতায় পাঠানো হয়েছে।

বিস্ফোরণে এভাবেই ভেঙে পড়ে তৃণমূলের পার্টি অফিস। (ইনসেটে) মৃত সুদীপ্ত ঘোষ।

## টেলিগ্রাফ স্কুল অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত কাঁথির মাউন্ট লিটেরা জি স্কুল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ** বিগত বছরের মতো এ বছরও 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার পক্ষ থেকে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা পর্ষদের অন্তর্গত বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতার দিকে লক্ষ্য রেখে একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ১৮ আগস্ট কলকাতার সাউথ সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলার সি.বি.এস.ই বোর্ডের অন্তর্গত ৫টি বিদ্যালয়কে এক্সসেল্যান্স ইন এ্যাকাডেমীস্ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে স্থান পায় কাঁথির মাউন্ট লিটেরা জি স্কুল। দশম শ্রেণির পরীক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য ফলাফলের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। নব্বই শতাংশের উর্ধ্বে নম্বর পাওয়া অনামিত্র মাইতি, শিবম মাইতি, মৌলি মাইতি, শ্রেষ্ঠা বেরা, ও অনির্বান দাস এই পাঁচ কৃতী ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের ১০০ টিরও বেশি বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সামনে এই সম্মান অর্জন বিদ্যালয়ের মর্যাদাকে আরও গৌরবান্বিত করেছে।

## বিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ** হলদিয়া রিফাইনারি উদ্যোগে চৈতনাপুর বাজিংপুর বালিকা বিদ্যালয়ে স্বচ্ছ ভারত ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়। স্বচ্ছ ভারত নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করান আই ও সি ডিভিএম পি সি মন্দল। এই কর্মসূচিতে ৩০টি চারা গাছ লাগানো হয়। স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষিকারা অংশগ্রহণ করেন। ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা সুমনা পাহাড়ি, শিক্ষিকা নমিতা দাসপাত্র। সবাইকে শপথবাক্য পাঠ করান পি সি মন্দল। তিনি বলেন, স্কুলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সুস্থ সমাজ গড়তে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের নতুন প্রজন্মদের শিখতে হবে।

## সোনার দোকানে চুরি, চাঞ্চল্য

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ভগবানপুর ঃ** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার ইলাশপুর বাজারে বুধবার রাতে একটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটল। বৃহস্পতিবার সকালবেলা সেই ঘটনা নজরে আসে এলাকাবাসীর। জানা গেছে, দোকানের শাটার মাঝখান থেকে কেটে দোকানে ঢুকেছে দুষ্কৃতকারী যুবকেরা। এরপর লকার ও ড্রয়ার ভেঙে চুরি করে নিয়ে গেছে সোনা ও রূপার গহনা সহ বেশ কিছু নগদ টাকা। দোকানের মালিক তপন কুমার সামন্ত বলেন, নগদ টাকা খুব বেশি ছিল না। আর চুরি যাওয়া সোনা ও রূপার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। ঘটনার খবর পেয়ে ইলাশপুর বাজারে পৌঁছায় ভগবানপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনার সোনার দোকানের মালিক একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## মেয়ের খাবার পথেই আটকে গেল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়াতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মেয়েকে দেখতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হলদিয়ার মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে। মেয়ের জন্য বাড়ি থেকে খাওয়ার নিয়ে যাওয়ার পথে বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল সাবির আলির (৩৮)। বাড়ি সুতাহাট থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাবিরবাবুর বড় মেয়ে পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তাই তিনি অসুস্থ অবস্থায় হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মেয়ের জন্য বাড়ি থেকে বাইকে চড়ে খাওয়ার নিয়ে হাসপাতালে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি স্কুল বাসের সামনে পড়ে যায়। স্কুল বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছাতেই এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

## নাবালিকা অপহরণে গ্রেফতার মহিলা, অপর অপহরণে উদ্ধার নাবালিকা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ** রামনগরের নাবালিকার অপহরণের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে অপহরণকারী প্রতিবেশী যুবকের মাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার রামনগর থানার পুলিশ সন্ধ্যা পালকে গ্রেফতারের পর বৃহস্পতিবার ধৃতকে কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন নাকচ করে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃত সন্ধ্যার বাড়ি রামনগর থানার দামোদরপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৯ আগস্ট প্রতিবেশী এক নাবালিককে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ করে কানাই পাল। এরপর নাবালিকার বাবা রামনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ রাতেই অপহরণকারী যুবককের মাকে গ্রেফতার করে। যদিও অপহৃতা নাবালিকাকে উদ্ধার ও অপহরণকারী যুবককে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। অন্যদিকে অপহৃতা এক নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করল পটাশপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২০ আগস্ট পটাশপুর থানার মকরামপুর গ্রামের বছর চৌদ্দর এক নাবালিকা মেয়েকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক যুবক অপহরণ করে বলে অভিযোগ। মেয়েটি স্থানীয় মকরামপুর হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। পরিবারের লোকেরা বহু খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও তাঁর কোন হদিশ মেলেনি। গত ২১ আগস্ট ওই নাবালিকা মেয়ের বাবা পটাশপুর থানায় অপহরণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে মকরামপুর থেকে ওই নাবালিককে উদ্ধার করে। এদিন মেয়েটিকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক মেয়েটির গোপন জবানবন্দি গ্রহণ করেন। তবে অপহরণকারী অভিযুক্ত যুবকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

## পটাশপুরে ভুয়ো চিকিৎসকের হাতে মৃত এক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর ঃ** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরে চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠল ভুয়ো ডাক্তারের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার পঁচেট এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম ঝন্টু দাস (৩২)। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই যুবকের কিডনির সমস্যা ছিল। সেই রোগের চিকিৎসা করাতে স্থানীয় দীপককুমার গায়েন নামের এক চিকিৎসকের কাছে যায় ঝন্টু দাস। অভিযোগ, ভুয়ো এই চিকিৎসক নিজের নামের সাথে এমবিবিএস, এফআরইউসি সহ বিভিন্ন তকমা লাগিয়ে কয়েক বছর ধরে রমরমিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছিল। আর তার জেরে স্থানীয় এলাকার মানুষরা বিশ্বাস করে নিজেদের চিকিৎসা করাতে ভীড় জমাতেন দীপককুমার গায়েনের চেম্বারে। মৃতের পরিবারের দাবি, তাঁরাও সেই বিশ্বাসে এই চিকিৎসকের কাছে যান ঝন্টুর চিকিৎসা করাতে। অভিযোগ, কিডনির সমস্যা নিয়ে চিকিৎসার জন্য ইনজেকশন দিয়েছেন দিনের পর দিন ধরে। এর জেরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ঝন্টুবাবু। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করলে তাঁর মৃত্যু হয়। বাড়ির লোকেদের দাবি, সেখানেই চিকিৎসকদের কাছ থেকে জানতে পারেন, এই চিকিৎসক ভুয়ো। এদিকে এই যুবকের মৃত্যুর পরেই চেম্বারে তালা ঝুলিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে ওই অভিযুক্ত ডাক্তার। পটাশপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করা হলে পুলিশ অভিযুক্ত ডাক্তারের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

অপরদিকে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত ডাক্তার সহ বাজারে আরও যত ডাক্তার রয়েছেন তাঁদের লাইসেন্সের সত্যতা যাচাইয়ের দাবি তুলেছেন।

## রাস্তার ধার থেকে স্বর্ণশিল্পীর মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ** পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের কলাগাছিয়া গ্রামের রাস্তার পাশ থেকে বুধবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ এক স্বর্ণশিল্পীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম পরিমলেন্দু হাজার (৪০)। তিনি পার্শ্ববর্তী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাশপুর থানার গোমুখপোতা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই হাওড়ার বাউড়িয়ার এক আত্মীয়ের দোকানে সোনার কাজ করতেন। প্রতি সপ্তাহে বুধবার তিনি নিজের বাড়ি ফিরতেন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তাঁর মাথায় ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, তিনি কারখানার থেকে বেরিয়ে ট্রেন ধরে কোলাঘাটে নামেন। সেখান থেকে গাড়ি ধরে জশাড়ে আসেন। এরপর সাইকেল চেপে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। ঠিক সেই সময়ই রাস্তায় তাঁর ওপর হামলা হয় বলে স্থানীয়দের দাবি। রাতে জশাড়-খন্যাডিহি রুট ধরে বাড়ি ফেরার পথে কয়েকজন রক্তাক্ত অবস্থায় পরিমলেন্দুবাবুকে রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁরাই তড়িঘড়ি পাইকপাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। সেখানেই চিকিৎসকরা ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় কোলাঘাট থানার পুলিশ। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে হামলা চলানো হতে পারে।

তাঁর কাছ থেকে কি কি খোয়া গেছে তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

## সুইমিংপুলে ডুবে পর্যটকের মৃত্যু

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ** বৃহস্পতিবার দুপুরে হোটেলের সুইমিং পুলে স্নান করতে গিয়ে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ঘটনার বিবরণ, হুগলির বাসিন্দা স্বপন বনিক স্ত্রী পিঙ্কি ও তাঁর মালিকের পরিবার নিয়ে গত বুধবার পুরানো দিঘার একটি বেসরকারি হোটেলে ওঠে। বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো আড়াইটে নাগাদ সুইমিং পুলে স্নান করছিল সকলে। স্বপন বনিক হঠাৎ ঝাঁপ দিতে গিয়ে আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। তড়িঘড়ি হোটেলের কর্মী এবং পরিবারের লোকেরা স্বপন বনিককে উদ্ধার করে দিঘার সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় দিঘা মোহনা কোস্টাল থানার পুলিশ এসে মৃতদের উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## মারিশদায় লরি ও বাসের সংঘর্ষে আহত ছয়

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মারিশদা ঃ** কলকাতাগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে লরির ধাক্কায় আহত হলেন বাসেরই ছয়জন যাত্রী। বৃহস্পতিবার সকালে মারিশদা ভইটিচাগড়ের পেট্রোল পাম্পের কাছের ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায় বাসটি লরির পেছনে ধাক্কা মারে। ঘটনার পর লরিটি পালিয়ে যায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আহত বাসের যাত্রীদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে মারিশদা থানার পুলিশ এসে বাসটি আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

বাসটি দ্রুত গতিতে ছিল কিনা তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মারিশদা থানার পুলিশ বাসের চালকসহ অন্যান্য অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল কিনা তারও তদন্ত শুরু করেছে।

## বধূ নির্যাতনে গ্রেফতার শাশুড়ি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ** বৌমাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত শাশুড়িকে গ্রেফতার করল কাঁথি মহিলা থানার পুলিশ। অভিযুক্ত ভবানী দেবনাথের বাড়ি কাঁথি থানার রানিবাসান গ্রামে। বৃহস্পতিবার ধৃত শাশুড়িকে কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন নাকচ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। জানা গেছে, গত কয়েক বছর আগে প্রতিমার সঙ্গে বিষ্ণুর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে পনের দাবিতে মারধর করত বিষ্ণুর বাড়ির লোকেরা। গত কয়েকদিন আগে গৃহবধূকে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। এরপর গৃহবধূ হাসপাতালে চিকিৎসা করান। বুধবার কাঁথি মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ অভিযুক্ত শাশুড়িকে গ্রেফতার করে।

## গ্যাস লিক করে মৃত্যু ছাত্রীর

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ** গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে অগ্নি কান্ডের জেরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজের এক ছাত্রীর। মৃত ছাত্রীর নাম সুর্যতপা গিরি (২১)। মৃত ছাত্রীর বাড়ি মারিশদা থানার বাড়ুনপাড়া গ্রামে। সুর্যতপা কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। ছাত্রীর মৃত্যুর সংবাদ কলেজে পৌঁছালে বৃহস্পতিবার কলেজে শোকসভার পর বৃহস্পতিবার কলেজ ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। জানা গেছে, গত ১৩ আগষ্ট সকালে বাড়িতে রান্না করতে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে অগ্নিদগ্ধ হন তিনি। এরপর পরিবারের লোকেরা উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন তাঁকে। অবস্থার অবনতি হলে কাঁথি হাসপাতালের চিকিৎসকরা কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। পরিবারের সদস্যরা সুর্যতপাকে কলকাতার বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করেন। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার বাঙ্গুর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ছাত্রীর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

## পিছাবনী চক্রের উদ্যোগে প্রবন্ধ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগরের পিছাবনী চক্রের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম শিকাগো বক্তৃতা উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার। এদিন পিছাবনী চক্র সম্পদ কেন্দ্রের সভাকক্ষে শিশুদের এই প্রতিযোগিতা হয়েছে। পিছাবনী চক্রের অন্তর্গত ১০১টি প্রাথমিক স্কুলের অঙ্কনে ৬১ এবং প্রবন্ধে ৫৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে। পিছাবনী চক্রের এস আই প্রমিতা বাস্কে বলেন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সফলদের আগামী ১১ সেপ্টেম্বর চক্র সম্পদ কেন্দ্র অফিস থেকে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে।